'গ্রাসরুট সাইকেল ক্যারাভ্যান' এক নতুন দুনিয়ার সম্ভাবনা তুলে ধরছে

স্টিফেন মাইকসেল
অনুবাদ : তমাল ভৌমিক

'তৃণমূল সাইকেল ক্যারাভ্যান' (দি গ্রাসরুট সাইকেল ক্যারাভ্যান) এবং 'ভ্রাম্যমান গ্রামের প্রতিরোধ' ('মোবাইল ভিলেজেস রেজিস্ট্যান্স') হচ্ছে সাইকেল ভিত্তিক এক সামাজিক আন্দোলন, যা গত সাত বছর ধরে উইসকনসিন-এ সংগঠিত হয়ে উঠেছে। এর লক্ষ্য সাইকেলকে যাতায়াতের একমাত্র বাহন হিসেবে ব্যবহার করে করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় শামিল করা। এবং সাইকেল আরোহীদের এমন একটা কৌমের মধ্যে সংগঠিত করা যাদের উদ্দেশ্য জীবনযাপনের নতুন একটা উপায় খুঁজে বার করা। মানুষকে এই গ্রহে টিকে থাকার জন্য এই নতুন উপায় খুঁজে বার করতে হবে, বা অন্যভাবে বললে, 'দুনিয়াটা যেরকম আমরা দেখতে চাই তেমন দুনিয়ায় জীবনযাপন এর উদ্দেশ্য'।

২০০৮ সালের আগস্ট মাসে যখন জাতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্মেলন চলছিল, তখন উইসকনসিনের ম্যাডিসনে 'পিপলস নেটওয়ার্কিং কনভেনশন' নামে একটি পাল্টা সম্মেলন হয়েছিল। সেখানেই 'গ্রাসরুট বাইসাইকেল ক্যারাভ্যান'-এর প্রথম অভিযান সংগঠিত হয়েছিল, যাদের কর্মসূচি ছিল পাশের রাজ্য মিনেসোটার মিনিয়াপোলিস শহরে 'রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন'-এর প্রতিবাদ আন্দোলনে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির হওয়া।

যদিও গ্রাসরুট ক্যারাভ্যানের সংগঠকদের মধ্যে একটা 'অ্যানার্কিস্ট' ঝোঁক ছিল, তবু এই সাইকেল যাত্রায় এই অভিযানের সমর্থক যে কোনো মানুষেরই অংশগ্রহণের রাস্তা খোলা রাখা হয়েছিল। ফলত প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিপরীতে আরও মানবিক ও সুস্থায়ী ব্যবস্থার সমর্থক বিভিন্ন আন্দোলনের এবং বিভিন্ন মতাদর্শের অন্যান্য অনেক মানুষ এর সঙ্গে এসে জড়ো হয়েছিল। যাকে ভ্রাম্যমান গ্রাম বলা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া একটা কৌমতে বিভিন্ন ভাবনা এবং বিভিন্ন রকম কাজে দক্ষ মানুষদের মধ্যে কীভাবে সংযোগ গড়ে উঠতে পারে বা তারা কেমন করে একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তার একটা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছিল এই সাইকেল অভিযান সংগঠিত করতে গিয়ে।

সাইকেল চালকরা তাদের প্রথম সাইকেল যাত্রায় বিভিন্ন ধরনের মানুষকে জড়ো করেছিল। তার মধ্যে ছিল, কমিউনিটি সংগঠকরা, ম্যাডিসনের এফএম কমিউনিটি রেডিও ও মিনিয়াপোলিস ইন্ডিমিডিয়ার সাংবাদিকরা, কৃষিখামার ও সমবায় বাগিচার কর্মীরা, সমাজবিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, নারো আন্দোলনের কর্মী, গায়ক-সুরকার এবং স্থানিয় সাইকেলের দোকানের সাইকেল মিস্ত্রিরা — যারা সাইকেল সারায়। এখানে অন্যদেশের সাইকেল আন্দোলন কর্মীরাও ছিলেন, যেমন একজন এসেছিলেন ইকুয়েডরের কিয়োটো শহর থেকে। এদের প্রত্যেকেই সাইকেলপ্রেমী এবং প্রত্যেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে যাতায়াতের একমাত্র যোগ্য যান হচ্ছে সাইকেল।

কিছু কিছু বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু লোককে সহায়ক গোষ্ঠী হিসেবে সংগঠিত করা হয়েছিল। যেমন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, সাইকেল সারানোর জন্য, পুলিশী হস্তক্ষেপ সামলানোর জন্য (যদিও যখন অভিযাত্রীরা এল, পুলিশের নজর পড়ল সবচেয়ে বয়স্ক দেখতে লোকটার ওপর, ঘটনাচক্রে যে আবার এই নিবন্ধটির লেখক এবং যার ফলে সাইকেল অভিযানের বাকি সদস্যরা বেশ ভালোভাবেই অভিযানটা চালিয়ে যেতে পেরেছিল।)

প্রতিদিন সকালে অভিযান শুরু হওয়ার আগে প্রতিদিনই মিটিং করে কর্তব্যকর্ম ঠিক করে নেওয়া হত। তার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। যদিও, অভিযানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ কীভাবে হবে, কোন কোন রাস্তা ধরে যাওয়া হবে এবং সাইকেল-যাত্রীরা পথচলাকালীন কী করবেন, এই সমস্ত খুঁটিনাটি এক বছর আগে থেকে খুব যত্নের সঙ্গে ভেবে নেওয়া হয়েছিল, এবং এই পরিকল্পনাটা করেছিল 'নেভারউডস কালেকটিভ' নামে একটা গোষ্ঠী। কোথায় কারা অভিযাত্রীদের আতিথ্য দেবে, ঘুমোনোর কী ব্যবস্থা হবে, যে পথে যাওয়া হবে, সে পথে সাইকেল চালিয়ে রাস্তার অবস্থা পরীক্ষা করে নেওয়া, কারা কোথায় কীভাবে চাঁদা তুলবে এ সবের ব্যবস্থা করার জন্য সবার সঙ্গে যোগাযোগ করার পাশাপাশি একটা ভ্রাম্যমান রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। সাইকেল অভিযান শুরু করার আগে প্রত্যেক সাইকেল আরোহীকে একটা করে নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে প্রত্যেকদিনের চলার রাস্তার ম্যাপ আঁকা ছিল, ছিল প্রত্যেক দিনের পরিকল্পনা কর্মসূচির সমস্ত বর্ণনা।

এর বছর চারেক আগে ফিলাডেলফিয়ায় একটা রিপাবলিকান কনভেনশনে ওইরকমই একটা সাইকেল অভিযান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অভিযানের সংগঠকরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়ায়, অভিযানের প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি সামগ্রী সরবরাহ এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য 'গ্রাসরুট ক্যারাভ্যান'-এর সদস্যরা অভিযান শুরু করার অনেক আগেই অভিযানের সামগ্রী সরবরাহের ব্যাপারটা ভালোভাবে সংগঠিত করে নিয়েছিল।

পরবর্তীকালে গ্রাসরুট ক্যারাভ্যানের অন্যান্য সাইকেল যাত্রায় বাচ্চাদের এবং এমনকী এক বছরের শিশুকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে; কিন্তু প্রথম সাইকেল যাত্রার আদত লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক প্রতিবাদে শামিল হওয়া। তাই এখানে সাবালকদেরই কেবল নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কলেজের ছাত্র থেকে সত্তর বছর বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের লোক ছিল। এর পরে ডেট্রয়েটে যুক্তরাষ্ট্র সোস্যাল ফোরামে যখন গ্রাসরুট ক্যারাভ্যান সাইকেল যাত্রা করছিল এবং উত্তর উইসকনসিনে যখন একটা আঞ্চলিক বিকল্প শক্তি মেলা হয়েছিল তখন ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে অনেক পরিবার হাজির হয়েছিল; যার ফলে সম্পূর্ণ নতুন একটি গতি সৃষ্টি হয়েছিল যার সমস্যাগুলোও ছিল ভিন্নরকমের। সবকটা সাইকেল যাত্রার সঙ্গেই চলন্ত রান্নাঘর হিসেবে গাড়ি ছিল, যে গাড়িগুলোতে ক্লান্ত হয়ে পড়া অভিযাত্রীদের জায়গা দেওয়া হত (বিশেষত পরের অভিযানগুলোতে যখন বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন এগুলো বেশি কাজে লেগেছিল এবং এগুলোর নাম ছিল 'স্যাগ ওয়াগন')। মিনিয়াপোলিসে যে সাইকেল-যাত্রা হয়েছিল, তাতে একটা ডিজেল ট্রাকে চলন্ত রান্নাঘর বানানো

হয়েছিল। এই ট্রাকটা চালানো হত পোড়া রান্নার তেল দিয়ে। এটা চালাতেন একজন মহিলা। তিনি নাম নিয়েছিলেন 'ক্যালিকো ফিউচার' (ক্যালিকো' শব্দটির মানে ভারতবর্ষের কালিকটে তৈরি হওয়া বিশেষ সূতির কাপড়)। মহিলা এই রান্নাঘরের নাম দিয়েছিলেন, 'ডাউন হোম ক্যাফে' অর্থাৎ ঘরের বাইরে রেস্তরাঁ। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবাদ আন্দোলনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সেখানকার কর্মীদের খাওয়ানো। মহিলার একটা ছোট্টো কুকুর ছিল আর তিনি ফুটবল খেলা খুব ভালোবাসতেন। খাবার রান্না করার সময় তিনি রান্না চাপিয়ে একটা গিটার বাজিয়ে গান গাইতেন — তাঁর এই ছবিটা সকলের মনেই ধরা আছে। তিনি যে লোকটার কাছে লেখাপড়া শিখতেন, সেই লোকটারও ওরকম একটা চলন্ত রান্নাঘর ছিল। সেই লোকটাকে সাহায্য করত একজন আমেরিকান আদিবাসী। সেই আদিবাসী বা নেটিভ ইন্ডিয়ান লোকটা ওখানকার লোকনৃত্য 'সান ড্যান্স' বা সূর্য নৃত্যে অংশগ্রহণ করত বলে তার বুকে আর পিঠের চামড়ায় রোদে পোড়ার গভীর দাগ ছিল। ওই সাইকেল যাত্রার মাসখানেক পরে ক্যালিকো একদিন সাইকেল চালিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে একটা অটো তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে। তাঁর এই দুঃখজনক মৃত্যু অনেকের জীবনেই একটা গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল।

প্রতিটি গ্রাসরুট ক্যারাভ্যানের সাইকেল যাত্রার আগে তার সহায়তার উদ্দেশ্যে ম্যাডিসনে একটা করে সাইকেল যাত্রার আয়োজন করা হত, যেখানে ম্যাডিসনের স্থানীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করত। সেই জলসার সঙ্গে থাকত, খাবারের দোকান, রুমালের দোকান, লটারির দোকান এবং এইসব দোকানের বিক্রির টাকাও সাইকেল অভিযানের জন্য দান করা হত। গানের জলসা শুধু সাইকেল যাত্রার সাহায্যের টাকাই তুলত না, এই জলসাকে কেন্দ্র করে সাইকেল চালকদের সঙ্গে কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরা একজোট হত এবং এলাকার ব্যাপক মানুষের সামনে এই সাইকেল অভিযানের প্রচার তুলে ধরতে পারত।

'জাস্ট কফি কো-অপ' নামে একটা সমবায় আছে যার মালিক হচ্ছে কফি প্রস্তুতকারী শ্রমিক-কর্মচারীরা। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটা আদর্শ ব্যবসা তৈরি করা ও তার প্রসার ঘটানো যে ব্যবসার মূল ভিত্তি হল স্বচ্ছতা, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা। এই সমবায়ের সামনে গাড়ি রাখার যে জায়গা আছে সেখানেই গ্রাসরুট ক্যারাভ্যানের প্রথম মিটিংটা হয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল (ওই সমবায়টি সাইকেল যাত্রাকে কিছুটা আর্থিক সহায়তাও করেছিল)। ওখান থেকে শুরু করে অভিযানের প্রথম স্টপ হিসেবে থামা হয়েছিল একটা কমিউনিটি গার্ডেন বা সমবায় বাগিচায়। এর মধ্যে দিয়ে সাইকেল অভিযাত্রীরা চাইছিল এমন একটা সুর এই অভিযানের সঙ্গে বেঁধে দিতে — যেন সাইকেল-আরোহীরা একটা চলমান গ্রাম, যে গ্রামটা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই স্থানগুলোয় যারা বিকল্প নানা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, যাতে এই যোগাযোগ একটা আরও মানবিক ও পোষণযোগ্য সমাজ গড়ে তুলতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে যেখানে বিভিন্ন পরিবারগুলো বাগানে বা খেতে শেষ গ্রীষ্মের ফসল তুলছে সেখানে সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে সাইকেলচালকরা ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে আলাপ করার, একে অপরকে জানার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোট দশদিন সময় লাগে প্রায় তিনশো ষাট মাইল পেরিয়ে আসল লক্ষ্যে পৌঁছাতে। সাইকেলযাত্রীদের একটা চিন্তা ছিল, যেসব গ্রামগুলো তাদের আতিথ্য দিয়েছিল তাদেরকে কিছু দেওয়ার। সেই জন্য তারা পরবর্তী শহরের রাস্তা থেকে কিছু ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে নিয়েছিল, সন্ধ্যের দিকে তাদেরকে গান-বাজনা শুনিয়েছিল এবং পুতুল নাচ দেখিয়েছিল, যে পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে নির্বাচনী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছিল। আর দেখানো হয়েছিল কীভাবে সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে সংগঠিত করে সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে।

ওখানে দু-রাত্রি থাকার সময়ে স্থানীয় শহরের মেয়র এবং শেরিফ সাইকেলযাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নানা আলাপ আলোচনা করেছিলেন। এরপর সাইকেল-যাত্রা চলতে থাকে একটা পাহাড়ি এলাকা দিয়ে যার নাম 'ড্রিফটলেস এরিয়া' বা 'উদাসী প্রান্তর' — যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল দশ হাজার বছর আগে যে গ্লেসিয়ারে ঢাকা পড়ে আছে তা ওখানকার এই ব্যতিক্রমী জায়গাটাকে ক্ষইয়ে সমান করে দিতে পারেনি। তার পর সন্ধ্যেবেলা সাইকেল যাত্রা গিয়ে পৌঁছোল একটা ডেয়ারি ফার্ম বা গব্যশালায়, যার মালিক 'ফ্যামিলি ফার্ম ডিফেন্ডার'-এর চেয়ারম্যান — এই সংগঠনটার কাজই হচ্ছে ছোটো ছোটো কৃষিখামার রক্ষা করার জন্য লড়াই করা।

তারপর এই অভিযান চলল পূর্ব পশ্চিমে ব্যাপৃত ৩৬০ কিলোমিটার লম্বা এক সাইকেল যাত্রার এক অংশে যার গন্তব্য মিসিসিপি নদীর ওপরের দিকের একটা শহর। সাইকেল যাত্রীরা শহরের রাস্তা থেকে ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে গেল বাজারে আসা কৃষকদের কাছে। তারপর উইসকনসিনের শেষ বা সীমান্ত শহর ল্যাক্রসে তে ঢোকার পর তাদের সঙ্গে ওই শহরের সাইকেল যাত্রীরা যোগ দিল; এরপর যে যাত্রা শুরু হল তার নাম 'ক্রিটিকাল মাস' যাত্রা। এই যাত্রা পুরো রাস্তা জুড়ে গাড়ি থামিয়ে দিল যাতে রাস্তার দখল থাকে শুধু সাইকেল আরোহীদের।

এরপর সাইকেল-আরোহীরা মিসিসিপি নদী পার হয়ে মিনেসোটা রাজ্যে উপস্থিত হল গরিব মানুষের এক বিকল্প স্কুলে। সেখানে সাইকেলযাত্রীরা সেই স্কুলের শিক্ষকদের পরবর্তী বছরের পড়াশোনার বিষয়গুলো তৈরি করতে সাহায্য করল। পরের রাত্রে তারা পৌঁছোল মিনেসোটার প্রত্যন্ত একটা ছোটো কৃষিখামারে। সেখানে রসুনের চারা পুঁততে ও ডিম বাছাই করতে তারা কৃষকদের সাহায্য করল। একদল ওই খামারের ফলের বাগানে তাঁবু খাটালো, আরেকদল ওখানকার কৃষকদের একটা সমবায় ভাণ্ডারের ঘরে গিয়ে ঘুমোনোর ব্যবস্থা করল।

ওই ভাণ্ডারটা যে বিল্ডিংয়ে স্থাপিত হয়েছিল, সেই বিল্ডিংটা এককালে ছিল গ্রামীণ মানুষের মেলামেশার জায়গা বা 'সোশাল সেন্টার' যেগুলোর নাম ছিল 'গ্র্যাঞ্জ হল' এবং ওগুলো পরে উঠে গিয়েছিল। যখন কৃষিতে শিল্পায়ন এসে আমেরিকার গ্রামগুলোকে জনশূন্য করে দিয়েছিল। কৃষকরা চেষ্টা করছিল ওই বাড়িগুলো টিকিয়ে রাখার ও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ধরে রাখার। সাইকেলযাত্রীরা ওই বিল্ডিংয়েরই ওপরতলায় উঠে কৃষকদের গানবাজনা শোনাল, শ্রোতাদের মধ্যে আশেপাশের এলাকা থেকেও অনেকে এসে বেশ হট্টগোল করছিল। এই অভিযান এবং পরবর্তী অভিযানগুলোর ক্ষেত্রেও গ্রামীণ জনসাধারণের কাছে পৌঁছোনোর জন্য এটা হয়ে উঠেছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কোনো কোনো জায়গায় সাইকেলযাত্রীরা বিশ্রামের জন্য থামার

পর ভলান্টিয়ারদের পাঠানো হত 'ডাম্পস্টার ডাইভিং'-এ। এটা হচ্ছে মুদিখানা ভাণ্ডারের বাইরে গেলে দেওয়া কৌটা থেকে খাবার উদ্ধার করার কাজ। যে খাবারগুলো পুরোনো হয়ে গেছে বলে বিক্রি করা যায়নি, অথচ খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত আছে। ফসলের বাজার, বেকারি ও ঝড়তিপড়তি খাবারগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করাও 'ডাম্পস্টার ডাইভিং'-এর ভলান্টিয়ারদের কাজ। এটা একটা চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা যে আমেরিকা রোজ যতখানি একদম ভালো খাবার ফেলে দেয়, তা দিয়ে ৪৫ জনের একটা দলের পেটপুরে খাওয়া হয় এবং সে খাবারগুলো হল বড়ো বড়ো বস্তাভরা আলু, সবুজ স্যালাড, রুটির বড়ো টুকরো, এমনকী গোটা মুরগি পর্যন্ত, যা তাজা এবং মশলাদার।

এইভাবে এই অভিযান বেশ বড়ো সংখ্যক একদল মানুষকে গ্রামাঞ্চলে অল্পখরচে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

গ্রাসরুট ক্যারাভ্যানের যাত্রা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছোনোর আগে উপস্থিত হল উইসকনসিনে নদীর ধারে একটা সমবায় খামারে এসে। সেখানে সাইকেলযাত্রীরা ড্রাগন পোষাক ও প্রতিবাদের ব্যানার তৈরি করে নিল শহরে ঢোকার জন্য। শহরের দিকে রওনা দিয়ে তারা দেখল তাদের পেছনে অনেক পুলিশের গাড়ি আসছে। কিছু লোককে দেখা গেল ঝোপের আড়াল থেকে ভিডিওতে ছবি তুলছে। নদী পার হওয়ার আগে সাইকেলযাত্রীরা একটা পার্কে যখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিল তখন একটা লোক এসে ছবি তুলছিল। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কী ব্যাপার? সে বলেছিল, 'বাচ্চাদের মাঠে খেলার সরঞ্জামের জন্য' সে ছবি তুলছে। ওটা একটা ভান ছিল। ও আসলে সাইকেল অভিযাত্রীদেরই ছবি তুলছিল। পরে যখন তাকে দেখা গেল কাছে থেমে থাকা একটা পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে, তখন সবাই হাসাহাসি করছিল ব্যাপারটা নিয়ে। মিনিয়াপোলিসে সাইকেল-আরোহীরা ঢোকার পরে দেখল তাদের সামনে পিছনে দুদিকেই পুলিশের গাড়ি। দু-জন মহিলা, যাদের দেখে সাদা পোশাকে পুলিশের লোক মনে হচ্ছিল তারা একটা গাড়ি নিয়ে এসে সাইকেলযাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলার ছলে একটা গণ্ডগোল লাগিয়ে দিতে চাইছিল, যাতে একটা উত্তেজনা তৈরি হয় এবং হিংসাত্মক ঘটনার অজুহাত দিয়ে প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার করে বিক্ষোভটা দমন করা যায়।

সাইকেলযাত্রীরা গিয়ে মিলিত হল একটা বড়ো দলের মানুষের সঙ্গে যারা মিসিসিপি নদী ও মিনিয়াপোলিস শহরকে অবহেলা করার প্রতিবাদে, রিপাবলিকান কনভেনশনের ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। এই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিল 'স্টারহক' নামের লেখক ও সমাজকর্মীদের এক সংগঠন। ড্রাগনের পোশাক পরে ও প্রতিবাদী স্লোগান লেখা ব্যানারগুলোকে দুলিয়ে সাইকেল অভিযাত্রীরা একটা পাহাড় থেকে নেমে এসে ওই বড়ো জমায়েতের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর সাইকেল থেকে নেমে হাতে ঝান্ডা তুলে নিয়ে জমায়েতটার চারপাশে একটা সুরক্ষা বলয় তৈরি করল, পুলিশ ও কর্পোরেট শক্তিগুলো যাতে বাইরে থেকে উৎপাত করতে না পারে। নিচে বিশাল মিসিসিপি নদী বয়ে চলেছে, আদিবাসী ড্রামের দ্রিম দ্রিম আওয়াজ, আর মাথার ওপর একটা বাজপাখি চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ডাকছে — সকলের মনে হচ্ছে আকাশ মাটি জলের এক বিপুল শক্তি তাদের সাহায্য করছে, কমিয়ে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আসন্ন হিংস্র আক্রমণের ক্ষমতাকে।

কিছু পুলিশের লোক আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে লুকিয়ে ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু যেহেতু তাদেরকে কোনো পাত্তা দেওয়া হচ্ছিল না, তাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছিল না, তারা বিপথে চালিত হচ্ছিল এবং নিজেদের ছদ্মপরিচয় ধরে রাখতে পারছিল না। মাথার ওপরে পুলিশের একটা হেলিকপ্টার ঘুরছিল। পুলিশের কৌশল ছিল, একদিকে প্রতিবাদীদের ভয় দেখানো, আর তার সঙ্গে শহরের অধিবাসীদের বোঝানো যে রিপাবলিক পার্টি কনভেনশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই যে যুক্তরাষ্ট্রর সব জায়গা থেকে এত লোক এসে জড়ো হয়েছে, এরা গণতন্ত্রের বিপদ। বাস্তবে ওরাই গনতন্ত্রের আসল বিপদ যারা গণতন্ত্রের মতো একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে এমন একটা দেখনদারী অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে যা নাগরিকদেরকে এর বাইরে রেখে দিয়েছে যাতে আসল সমস্যাগুলো কিছুতেই উঠে না আসে।

পরের বছরগুলোতে গ্রাসরুট ক্যারাভ্যান সাইকেলযাত্রা করেছিল মিশিগানের ডেট্রয়েটে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামে উইসকনসিন ও মিশিগান রাজ্য পাড়ি দিয়ে। তার পরের অভিযান হয়েছিল উত্তর উইসকনসিনের 'মিডওয়েস্ট রিজিওনাল এনার্জি' মেলায়। এবং সম্প্রতি হয়েছে চিকাগোয় ন্যাটোর প্রতিবাদসভায়।

পরবর্তী সাইকেল অভিযানগুলোতে অন্যান্য সাইকেল গোষ্ঠীও নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলে মূল গোষ্ঠীর সঙ্গে একজোট হয়েছিল। ২০১০-এ ডেট্রয়েটের যুক্তরাষ্ট্র সোস্যাল ফোরামে চারপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে চারশোরও বেশি সাইকেল যাত্রী জড়ো হয়েছিল ডেট্রয়েটের শহরতলিতে। 'ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম'-এ যে স্লোগান উঠেছিল, 'অন্য দুনিয়াও সম্ভব' তাকে গ্রহণ করে একদল সাইকেল চালক জীবাশ্ম জ্বালানি বাহিত যান ত্যাগ করে সাইকেল ব্যবহার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবন যাপন করছে এবং একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে — যা ওই স্লোগানটারই বাস্তব রূপ।